প্রথম আলো

তারিখ 26 MAY 2013
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ...

মেয়াদের শেষ মুহূর্তে কমিটির পদ বাড়াল ছাত্রলীগ!

আহমেদ জায়িফ ●

- প্রতি দুই বছর অন্তর কাউন্সিলের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠনের বাধ্যবাধকতা আছে। আগামী জুলাইয়ে কাউন্সিল হওয়ার কথা
- নির্বাহী কমিটি ২৫১ সদস্যবিশিষ্ট হওয়ার কথা থাকলেও তা ৩৬২-তে গিয়ে ঠেকেছে

ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির মেয়াদ আছে দুই মাসেরও কম। কমিটিকে এখন পরবর্তী কাউন্সিল করার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা। অথচ তা না করে সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতারা বর্তমান কমিটির আকার বাড়িয়েছেন। এ ক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রের বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান কমিটিতে স্থান না পাওয়া এবং ২৯ বছরের কম বয়স্ক এই কমিটির নেতারা চাচ্ছেন শিগগিরই সংগঠনের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হোক। মূলত এই চাপ মোকাবিলার জন্য পদবঞ্চিত ব্যক্তিদের নতুন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, প্রতি দুই বছর অন্তর কাউন্সিলের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠনের বাধ্যবাধকতা আছে। সেই হিসেবে আগামী জুলাইয়ে ছাত্রলীগের কাউন্সিল হওয়ার কথা।

ছাত্রলীগের নেতারা মনে করছেন, সময়মতো কাউন্সিল না করার জন্য সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বিভিন্ন অংশের নেতাদের মধ্যে।

২০১১ সালের ১০ জুলাই ছাত্রলীগের ২৭তম জাতীয় কাউন্সিলের পর ২২১ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ ঘোষণা করা হয়। এরপর গত ২ এপ্রিল ২৭২ জনকে পদ দিয়ে কেন্দ্রীয় ও নির্বাহী কমিটির আরেকটি আংশিক তালিকা প্রকাশ করা হয়। এতে সদ্যঘোষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের বিভিন্ন হলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে বাদ পড়া এবং কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পছন্দের কর্মীরা স্থান পেয়েছেন।

সংগঠন সূত্রে জানা যায়, প্রথম ঘোষিত কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান পাওয়া অনেক নেতাই গত দেড় বছরে চাকরি নিয়ে সংগঠন থেকে চলে গেছেন। এ কারণে কমিটির জ্যেষ্ঠ নেতারা বর্ধিত তালিকায় ভালো পদ পাওয়ার প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠ কর্মীদের ভালো পদ দেওয়া হয়েছে।

ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রের ১৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, 'নির্বাহী সংসদের ২৫১ জন সদস্য, প্রত্যেক সাংগঠনিক জেলা থেকে একজন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ কর্তৃক মনোনীত ১০১ জন সদস্য নিয়ে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হবে।'

ছাত্রলীগের মোট সাংগঠনিক জেলা কয়টি তা গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নেই। তবে সংগঠনের দপ্তর সম্পাদক শেখ রাসেল মোট ১০১টি সাংগঠনিক জেলা রয়েছে বলে দাবি করেছেন। সেই হিসাবে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটি হবে ৪৫৩ সদস্যবিশিষ্ট। এখন কমিটির সদস্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৯২।

গঠনতন্ত্রের ১১ ধারায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের ২৫১ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটিতে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও ৪১ জন সহসভাপতি, ১০ জন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, ১০ জন সাংগঠনিক সম্পাদক, ২৯ জন সম্পাদক ও ২৫ জন সহসম্পাদক থাকার কথা উল্লেখ রয়েছে। বাকি ১৩৩ জনের মধ্যে সাংগঠনিক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী উপসম্পাদক ও সদস্য নির্বাচিত করার কথা।

এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৫

শেষ মুহূর্তে কমিটির পদ বাড়াল ছাত্রলীগ।

শেষ পৃষ্ঠার পর

কিন্তু সম্প্রতি ঘোষিত আংশিক তালিকায় অতিরিক্ত ছয়জন সহসভাপতি, ছয়জন সম্পাদক, ৬৯ জন সহসম্পাদক ও ৫৯ জনকে উপসম্পাদক পদ দেওয়া হয়েছে। আর ১৩২ জনকে দেওয়া হয়েছে সদস্য পদ। এর ফলে সংগঠনটির নির্বাহী কমিটি ২৫১ সদস্যবিশিষ্ট হওয়ার কথা থাকলেও তা ৩৬২-তে গিয়ে ঠেকেছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, ২৭২ সদস্যের ওই তালিকা ঘোষণার পর আরও কয়েকটি জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই কমিটিগুলোতে বাদ পড়া প্রার্থীদেরও কেন্দ্রীয় কমিটিতে বিভিন্ন পদ দেওয়া হয়েছে। তাই কমিটির আকার আরও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদিকে নতুন ঘোষিত তালিকায় কনিষ্ঠ কর্মীদের স্থান দেওয়া নিয়ে সংগঠনের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। কমিটি গঠন বা বর্ধিত করার পর তালিকা গণমাধ্যমে পাঠানোর সাংগঠনিক রেওয়াজ রয়েছে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে নেতিবাচক আলোচনার আশঙ্কায় গণমাধ্যমে ওই তালিকাও পাঠানো হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

সংগঠনের কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কেন্দ্রীয় নেতা বলেন, ১০-১২ বছর ধরে সংগঠনের রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে থাকা অনেককে কেন্দ্রীয় কমিটিতে জায়গা দেওয়া হয়নি। অনেকে আবার জায়গা পেলেও কর্মীর চেয়েও ছোট পদ পেয়েছেন।

কেন্দ্রীয় এক সহসম্পাদক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, কেন্দ্রীয় শীর্ষ দুই নেতার কাছে ধরনা না দেওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করেও কাঙ্ক্ষিত পদ পাননি। অনেকেই এ অবিচারের শিকার হয়েছেন।

সংগঠন সূত্রে জানা যায়, ইতিমধ্যে অনেকেই পদত্যাগপত্র জমা দিলেও দুই নেতা তা গ্রহণ করেননি। সংগঠনে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে—এমন আশঙ্কায় বিষয়টি তাঁরা পুরোপুরি চেপে গেছেন।

এ বিষয়ে সংগঠনের সভাপতি এইচ এম বদিউজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, কমিটির আকার বাড়ানো হয়নি। কিন্তু শূন্যপদের বিপরীতে পদ দেওয়া হয়েছে। শূন্যপদ কতটি ছিল, তার সঠিক সংখ্যা তিনি বলতে পারেননি। তিনি বলেন, গঠনতন্ত্র মেনেই কমিটির পদ বাড়ানো হয়েছে। সেখানে সংগঠনের প্রয়োজনে যাঁদের পদ দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে তাঁদেরকেই দেওয়া হয়েছে।

কাউন্সিলের প্রস্তুতি কতদূর, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সামনে কমিটির দুই বছর মেয়াদ পূর্ণ হবে। তবে কাউন্সিলের কোনো তারিখ এখনো ঠিক করা হয়নি এবং এ-সংক্রান্ত কোনো প্রস্তুতি তাঁদের নেই।